পণ্ডিত মশাই

এমার প্রোডাক্‌সন্সের প্রথম নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

পণ্ডিত মশাই

প্রযোজনা : গোবিন্দ রায়

—চরিত্র চিত্রণে—

সুনন্দা, সন্ধ্যারাণী, কুমারী ছন্দা, প্রভা, অর্পণা, অজিত, কানু, নরেশ, শিশির, তুলসী, লীলা, রাণী, রাণী (ছোট) ঊষারাণী, শিবকালী, বিনয়, হারাধন জীবন, পঞ্চানন, নকুল, মিলন, শান্তি, শিব, সূর্য্য, শঙ্কর, গুপী আরও অনেকে—

—চিত্রগঠণে—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়—নরেশ মিত্র

সহযোগী পরিচালনায়—চিত্ত বসু
সুরযোজনায়—কালীপদ সেন
চিত্রশিল্পে—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দানুলেখনে—জে, ডি, ইরাণী
নৃত্য পরিকল্পনায়—জয়দেব চ্যাটার্জ্জি
গীত রচনায়—মোহিনী চৌধুরী
শিল্প নির্দ্দেশে—সত্যেন রায়চৌধুরী
সম্পাদনায়—রবীন দাস
রূপ-সজ্জায়—প্রাণানন্দ গোস্বামী
ব্যবস্থাপনায়—বলাই বসাক
রসায়নাগার—বেঙ্গল ফিল্ম লেবোরেটরী লিঃ ও ইন্দ্রপুরী সাইন ল্যাবোরেটরী।

—সহকারীতায়—

পরিচালনায়—অশোক সর্ব্বাধিকারী
সতীন্দ্রচন্দ্র রায়
চিত্রশিল্পে—ভোরা
শব্দানুলেখনে—সন্তু বোস
শিল্প নির্দ্দেশে—গৌর পোদ্দার
স্থির চিত্রগ্রহণে—ষ্টিল ফটো সার্ভিস্
সুর যোজনায়—শৈলেন রায়
সম্পাদনায়—দেবু গুপ্ত, শেখর চন্দ
যন্ত্রসঙ্গীতে—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
নৃত্য পরিকল্পনায়—জগৎ বন্দ্যো
ব্যবস্থাপনায়—কৈলাস বাগ্‌চি, মদন সেন
রূপসজ্জায়—দেবীদাস, বিজয়নন্দন
ভীম নস্কর
লিপিকার—শচীন ভট্টাচার্য্য

একমাত্র পরিবেশক :
কল্পনা মুভিজ্ লিমিটেড

কাহিনী—

বাড়লগ্রামের বৃন্দাবন অবস্থাপন্ন চাষী। ঘরে লক্ষ্মী যেন উথলে পড়ছে—গোলাভরা ধান—গোয়ালভর্ত্তি গরু—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বৃন্দাবনের মার মনে সুখ নেই। ছেলে আর বিয়ে করতে চায় না। বলে দু' দুবার ত হয়েছে মা, আর কেন? তা ছাড়া যার জন্যে বিয়ে সেও ত হয়েছে। ঠাকুরঘরে ঠাকুরমার পাশে পাঁচ বছরের চরণ ঘুমিয়ে পড়েছে, বৃন্দাবন সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। অতীত ঘটনা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। বৃন্দাবন ছোট্ট একটি বউ নিয়ে এলো ঘরে—সবার মুখে হাসি—হৃদয়ে আনন্দ। কুসুম কুসুমই বটে, যেন শিউলি ফুলটি। দু'দিন বাদেই হাসি গেল মিলিয়ে সবার মুখ থেকে। এক ফোঁটা বউকে বিদায় ক'রে দেওয়া হ'ল বাড়ী থেকে—বউয়ের মার স্বভাব চরিত্র নাকি ভাল নয়। বৃন্দাবনের আবার বিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনের বাবা স্বর্গে গেলেন। এ বউটিও ঘর আলো করা ছেলে প্রসব ক'রে ধরাধামের হিসেব নিকেষ চুকিয়ে চলে গেল। মা মরা ছেলে চরণ ঠাকুমার নয়নের মণি হয়ে রইল।

* * * *

বৃন্দাবন একটি পাঠশালা খুললো তাদের বাড়ীতে। চাষীর ছেলেরা পড়ুয়া। বৃন্দাবন নিজেই তাদের পড়াত।

* * * *

কুসুমের বড় ভাই কুঞ্জনাথ ধামায় ক'রে জিনিষ ফিরি করে বেড়ায়। কুসুম নিজেও ছুঁচের কাজ ক'রে দু'পয়সা রোজগার করে। তাতেই তাদের ভাই-বোনের সংসার কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়। কুঞ্জর সঙ্গে বৃন্দাবনের খুব ভাবসাব। কুসুম কিন্তু এটা পছন্দ করে না। যারা তার মায়ের নামে অপবাদ দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার কি দরকার? হঠাৎ একদিন বৃন্দাবন, মা ও মামাত ভাইদের নিয়ে কুসুমের বাড়ী এসে হাজির হ'ল কুঞ্জর নেমন্তন্ন রক্ষে করতে। কিন্তু কুঞ্জ কোথায়? সে সকালে উঠেই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। কুসুমের মুখ শুকিয়ে গেল। কি ক'রে সে অতিথি সৎকার করে। ঘরে যে কিছুই নেই! বৃন্দাবনের কৌশলে কুসুমের দায় উদ্ধার হ'ল। যাবার সময় বৃন্দাবনের মা কুসুমের হাতে তাঁর নিজের হাতে বালা দু'গাছি পরিয়ে দিয়ে দীর্ঘ-এয়োস্ত্রী হও বলে আশীর্ব্বাদ করলেন।

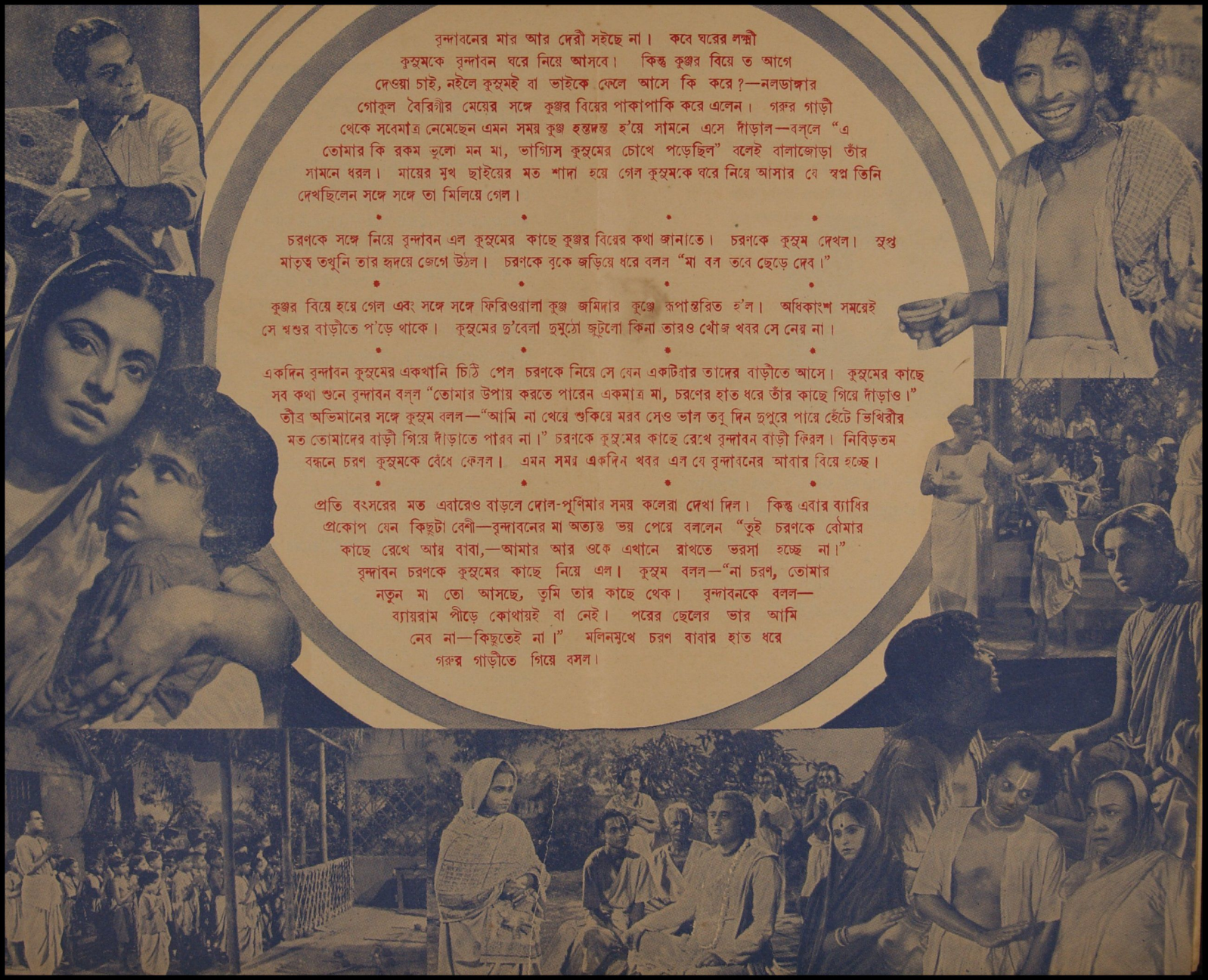

বৃন্দাবনের মার আর দেরী সইছে না। কবে ঘরের লক্ষ্মী কুসুমকে বৃন্দাবন ঘরে নিয়ে আসবে। কিন্তু কুঞ্জর বিয়ে ত আগে দেওয়া চাই, নইলে কুসুমই বা ভাইকে ফেলে আসে কি করে?—নলডাঙ্গার গোকুল বৈরিগীর মেয়ের সঙ্গে কুঞ্জর বিয়ের পাকাপাকি করে এলেন। গরুর গাড়ী থেকে সবেমাত্র নেমেছেন এমন সময় কুঞ্জ হন্তদন্ত হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়াল—বল্‌লে "এ তোমার কি রকম ভুলো মন মা, ভাগ্যিস কুসুমের চোখে পড়েছিল" বলেই বালাজোড়া তাঁর সামনে ধরল। মায়ের মুখ ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল কুসুমকে ঘরে নিয়ে আসার যে স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে গেল।

* * * *

চরণকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন এল কুসুমের কাছে কুঞ্জর বিয়ের কথা জানাতে। চরণকে কুসুম দেখল। সুপ্ত মাতৃত্ব তখুনি তার হৃদয়ে জেগে উঠল। চরণকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল "মা বল তবে ছেড়ে দেব।"

* * * *

কুঞ্জর বিয়ে হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিওয়ালা কুঞ্জ জমিদার কুঞ্জে রূপান্তরিত হ'ল। অধিকাংশ সময়েই সে শ্বশুর বাড়ীতে প'ড়ে থাকে। কুসুমের দু'বেলা দুমুঠো জুটলো কিনা তারও খোঁজ খবর সে নেয় না।

* * * *

একদিন বৃন্দাবন কুসুমের একখানি চিঠি পেল চরণকে নিয়ে সে যেন একটিবার তাদের বাড়ীতে আসে। কুসুমের কাছে সব কথা শুনে বৃন্দাবন বল্‌ল "তোমার উপায় করতে পারেন একমাত্র মা, চরণের হাত ধরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াও।" তীব্র অভিমানের সঙ্গে কুসুম বলল—"আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব সেও ভাল তবু দিন দুপুরে পায়ে হেঁটে ভিখিরীর মত তোমাদের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।" চরণকে কুসুমের কাছে রেখে বৃন্দাবন বাড়ী ফিরল। নিবিড়তম বন্ধনে চরণ কুসুমকে বেঁধে ফেলল। এমন সময় একদিন খবর এল যে বৃন্দাবনের আবার বিয়ে হচ্ছে।

* * * *

প্রতি বৎসরের মত এবারেও বাড়লে দোল-পূর্ণিমার সময় কলেরা দেখা দিল। কিন্তু এবার ব্যাধির প্রকোপ যেন কিছুটা বেশী—বৃন্দাবনের মা অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন "তুই চরণকে বৌমার কাছে রেখে আয় বাবা,—আমার আর ওকে এখানে রাখতে ভরসা হচ্ছে না।" বৃন্দাবন চরণকে কুসুমের কাছে নিয়ে এল। কুসুম বলল—"না চরণ, তোমার নতুন মা তো আসছে, তুমি তার কাছে থেক। বৃন্দাবনকে বলল—ব্যায়রাম পীড়ে কোথায়ই বা নেই। পরের ছেলের ভার আমি নেব না—কিছুতেই না।" মলিনমুখে চরণ বাবার হাত ধরে গরুর গাড়ীতে গিয়ে বসল।

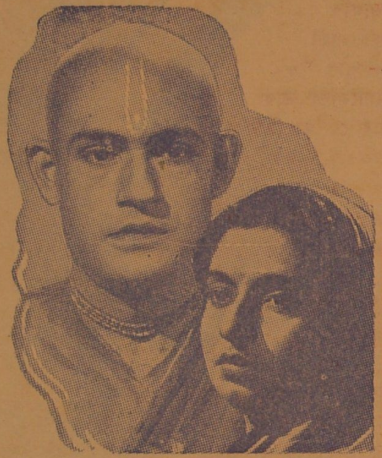

শতহস্ত বিস্তার ক'রে মহামারী বাড়ল আক্রমণ করল। ভয়ে দিশাহারা গ্রামবাসীরা চারিদিকে পালাতে লাগল। রাস্তাঘাটে মৃতদেহ পড়ে আছে, সৎকার করবার লোক নেই।

* * * *

একদিন সকালে ভৃত্য এসে বৃন্দাবনকে খবর দিল যে মায়ের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ, সাড়া পাচ্ছি না। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে বৃন্দাবন দেখল, মা মেঝেতে পড়ে আছেন।—গত রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বিসূচিকা রোগে। চরণ ঝাঁপিয়ে ঠাকুমার বুকের ওপর পড়ল।

* * * *

মায়ের শ্রাদ্ধের কয়েকদিন আগে চরণকেও ঐ কাল্ রোগে আক্রমণ করল। এ সংবাদ নলডাঙ্গায় কুসুমের কানেও পৌছল।

* * * *

চরণকে ধরে রাখা গেল না। ঝড়ের মত বৃন্দাবন ঠাকুরের সামনে আছড়ে পড়ে বলল "ব'লে দাও ঠাকুর আমার এই এক ফোঁটা চরণের মৃত্যুতে সংসারের কি মঙ্গল তুমি করলে—বলে দাও, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব"।

এ প্রশ্নের জবাব বৃন্দাবন পেয়েছিল ?

সঙ্গীতাংশ

(১)

গুনি জনগণ হৃদি বিহারিণী জননী
বিদ্যা দায়িনী মাত বানী
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে
বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে
শুভদে বরদে দেবী নমস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে

(২)

মা—কাঁদিয়া সাজায়ে নন্দরাণী
প্রাণ গোপালে গোঠের সাজে
বাৎসল্যময়ী মা—সাজাইছে প্রাণ গোপালে
সাজাইছে—
গোপালে সাজায়ে রাণী দোলমান হিয়া
বলে একবার কোলে আয় বাপ
মা মা বলিয়া—
সারাদিনের মত—
সারাদিনের মত গোপাল আমার কোলে আয় বাপ
রাঙা লাঠি দিল হাতে সর্বাঙ্গে চন্দন
বংশীবদনে কহে—চল গোবর্দ্ধন
দাঁড়ায়ে আছে, শ্রীদাম, সুদাম দাম বসুদাম
দাঁড়ায়ে আছে—

(৩)

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে—দেখা না হইত
পরাণ গেলে
ছিল প্রাণ তাই দেখা হল—নইলে দেখা হত নাগো
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো
বল বল বঁধু ভালো তো ছিলে
মথুরা নগরে (তুমি)
এতেক দুঃখ কিছু না গণি
তোমার কুশলে কুশল মানি
সব দুঃখ মোর গেল তো দূরে
হারানো রতন পাইনু ফিরে
ফিরে পেয়েছি হারান রতন ফিরে পেয়েছি
হারা নিধি ফিরে পেয়েছি
হারান রতন ঘরে পেয়েছি
গগনে উদয় হউক চন্দ্র মলয় পবন বহুক মন্দ
বহুদিন পরে মলয় পবন
বহুক মন্দ বহুদিন পরে
কোকিলা আসিয়া করুক গান
ভ্রমরা তাহার ধরুক তান
বহুদিন পরে বঁধুয়া আমার ঘরে এল
বহুদিন পরে।

(৪)

আজকে হোলি আজকে হোলি
আজকে হোলি রে,
রঙে, রঙে মন রাঙাতে
আমরা চলি রে !
দে দে দে রং দে সবার গায়
না না না ধরি তোদের পায়,
রাইকিশোরীর কুঞ্জে যাবো
লগন বয়ে যায়
আহা হা আনন্দে আজ
উঠল মেতে কুঞ্জলাল রে
তোদের শ্যামের বরণ বড় কালো
তার চরণে আবীর দেওয়া ভালো
তোদের রাধার কাজল কাল চোখে
ফাগের গুঁড়োয় ঝরবে রাঙা আলো,
ছি ছি ছি পথ ছেড়ে দে যাই
না না না একলা যেতে নাই
দল বেঁধে চল যথায় হাসে
কানুর পাশে রাই
মরি কি অপরূপ—
মরি কি অপরূপ রূপ ধরেছে
আজ সকলি রে

পরবর্ত্তী চিত্রাঞ্জলী !

শরৎচন্দ্রের
চিরস্মরণীয় রচনা

মন্দির

প্রযোজক ও পরিবর্দ্ধক
দেবকী কুমার বসু

শরৎচন্দ্রের
মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী

মামলার ফল

শরৎচন্দ্রের
অনবদ্য-অবদান

বিন্দুর ছেলে

এমার প্রোডাকসন্সের
দ্বিতীয় অবদান

গৃহ দেবতা

৺বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের

মিশর কুমারী

? ? ?

কল্পনা মুভিজের পক্ষ হইতে তন্ময় ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ৫৩, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য-দুই আনা